



পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়

রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৮)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০।
www.pallisanchaybank.gov.bd

পসব্য/প্রকা/প্রশা-১(৩)/২০২২-২৩/২০৭ (২)

তারিখ ২৩/১০/২০২৩ খ্রি:

জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ শাখা ব্যবস্থাপক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়/সকল শাখা।

বিষয়: মামলা পরিচালনার ফি ও অন্যান্য খরচ নির্ধারন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালনা বোর্ডের ২৩/০২/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮৯ তম সভায় ব্যাংকের মামলা পরিচালনার বিষয়ে আইনজীবীর ফি ও অন্যান্য খরচ অনুমোদন করা হয়েছে যা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে জারী করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামত

আপনার বিশ্বস্ত

শেখ মোঃ জামিনুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ফোন (অফিস): ০২-৫৫১৩৮৫৫৯

Email-md@pallisanchaybank.gov.bd

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। পিএস, চেয়ারম্যানের সচিবালয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।
- ২। স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।
- ৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।
- ৪। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
- ৫। সহকারী প্রোগ্রামার, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইট এ আপলোডের অনুরোধসহ)।
- ৬। নথি।


মামলা পরিচালনার ফি ও অন্যান্য খরচ :

	মামলার প্রকার ও কাজের বিবরণ	
১	নিম্ন আদালতের মামলা পরিচালনার আইনজীবীর ফি	
১.১	নিম্ন আদালতের যাবতীয় মোকদ্দমা পরিচালনা	সর্বোচ্চ ১৫,০০০/-
১.২	সার্টিফিকেট মোকদ্দমা পরিচালনা	সর্বোচ্চ ২০,০০০/-
১.৩	শ্রম আদালত/ শিল্প আদালত অন্যান্য আদালতে মামলা পরিচালনা	সর্বোচ্চ ১৫,০০০/-
২	জেলা পর্যায়ের আপীল আদালত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আদালতঃ	
২.১	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলা।	সর্বোচ্চ ২০,০০০/-
২.২	জেলা জজ ও সেশন জজ কোর্টের আপীল ও রিভিশন মামলা পরিচালনা	সর্বোচ্চ ২৫,০০০/-
৩	হাইকোর্ট ও প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনালঃ	
৩.১	জেলা জজ আদালত, বা যে কোন নিম্ন আদালতের ডিক্রি/রায় এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল/ রিভিশন (দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা অন্যান্য মামলা) রীট মামলা পরিচালনা	সর্বোচ্চ ২৫,০০০/-
৩.২	প্রশাসনিক অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে আপীল মামলা পরিচালনা	সর্বোচ্চ ২৫,০০০/-
৪	সুপ্রীম কোর্টের আপীল মামলা	
৪.১	হাইকোর্টের বা প্রশাসনিক আপীলেট ট্রাইব্যুনালের রায়/আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপীল দায়েরের জন্য অনুমোদনের দরখাস্ত (লীড পিটিশন)	সর্বোচ্চ ২৫,০০০/-
৪.২	আপীল বিভাগে দায়েরকৃত সকল আপীল মামলা (সিভিল পিটিশন ফর লীড টু আপীল(CPLA)/সিভিল মিসসিলিনিয়াস পিটিশন (CMP) বা অন্যান্য রকম)	সর্বোচ্চ ৩৫,০০০/-
৫	নিম্ন আদালতে মামলা খরচঃ	
৫.১	দলিলাদি পঠন, পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ আইনগত মতামত/বিজ্ঞপ্তি খসড়া/ পত্রের প্রণয়ন অন্যান্য বিষয়ে আইনগত মতামত/ভেটিং ইত্যাদি।	৫০০/-
৫.২	লিগ্যাল নোটিশ (পত্রের খসড়া), প্রণয়ন, প্রেরণ(ডাক মাশুল সহ) এবং মতামত প্রদান	৫০০/-
৫.৩	খসড়া চুক্তি দলিলাদি, জামানত, অঙ্গীকারনামা, নোটিশ ডকুমেন্টস, ইত্যাদি খতিয়ে দেখে পরিশুদ্ধ করা	১,৫০০/-
৫.৪	এগ্রিমেন্ট গ্যারান্টি, আন্ডারটেকিং দলিল, চুক্তিপত্র, বায়না/চুক্তিপত্র ইত্যাদি খসড়া	১,৫০০/-
৫.৫	আরজি/ জবাব/ছানি দরখাস্ত ইত্যাদি খসড়া (ড্রাফটিং) খরচ বাবদ(প্রতি কেইসে)	১,০০০/-
৫.৬	হলফনামাসহ কোন গুরুত্বপূর্ণ দরখাস্তসহ আপত্তি দাখিলের দরখাস্ত ইত্যাদি দাখিল বাবদ (স্ট্যাম্প ডিউটি+কার্টিজ+ কম্পিউটার (টাইপিং)+প্রিন্ট খরচসহ	১,০০০/-
৬	এক্সিকিউশন মামলার (জারি মামলার) খরচ	
৬.১	জারী মামলা/ এক্সিকিউশন কেইসের আরজি/দরখাস্ত দাখিল বাবদ (স্ট্যাম্প, কার্টিজ পেপার, ওকালতনামা) ও বিবিধ	২,০০০/-

Handwritten signature

Handwritten signature

৬.২	জারী মামলা/ এক্সিকিউশন কেইসে প্রতিবার প্রতিটি সমনজারি (শো-কজ নোটিশ/বিষয় বা মূল্য নির্ধারণী নোটিশ) বাবদ (প্রতিবারের জন্য)	২,০০০/-
৬.৩	হলফনামসহ কোন গুরুত্বপূর্ণ দরখাস্ত অর্থাৎ পক্ষভুক্তির দরখাস্ত/আরজি সংশোধনীর দরখাস্ত/ নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত/ সোলে নামার দরখাস্ত ইত্যাদি দাখিল বাবদ (স্ট্যাম্প ডিউটি, কার্টিজ ও কম্পিউটার প্রিন্টিং/টাইপিং খরচসহ)	২,০০০/-
৬.৪	জারী মামলার শুনানী ছাড়া অন্যান্য প্রতি পদক্ষেপের তারিখে হাজিরা বাবদ	২,০০০/-
৭	হাইকোর্ট/সুপ্রীম কোর্টের কেইসের ক্ষেত্রেঃ	
৭.১	মামলা দায়ের, জবাব দাখিল, স্ট্যাম্প ডিউটি, কার্টিজ পেপার, কম্পিউটার প্রিন্টিং+ টাইপিং, ফটোকপি, ওকালতনামা, ড্রাফটিং, ক্লার্ক ফি, সরকারী ফি, স্ট্যাম্প ফি, ইত্যাদি বিবিধ খরচ।	প্রকৃত খরচ
৭.২	প্রসেস ফি ও রিকুইজিট বাবদ (পোস্টাল খরচ)	প্রকৃত খরচ
৭.৩	পেপার বুক তৈরি খরচ বাবদ (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	প্রকৃত খরচ
৭.৪	মেমো অব আপীল, রিভিশন দরখাস্ত, এফিডেভিট ইন অপজিশন, সাপ্লিমেন্টারী এফিডেভিট ইন অপজিশন, হলফনামা যোগে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ পিটিশন, রেস্টোরেশনের জন্য হলফনামা প্রস্তুত ও দাখিল, স্থগিত আদেশ ভ্যাকেটের জন্য হলফনামা প্রস্তুত ও দাখিল, দরখাস্ত হাখিল খরচ।	প্রকৃত খরচ
৭.৫	রীট পিটিশন/মেমো অব আপীল/ রিভিশন এর কপি/যেকোন মামলার কপি আদালত হতে সংগ্রহের জন্য (যদি বুল/নোটিশের কপি ব্যাংক না পেয়ে থাকে)	প্রকৃত খরচ
৭.৬	মেনশন অথবা মামলা শুনানির তারিখ নির্ধারণের জন্য (Fixing) খরচ বাবদ।	প্রকৃত খরচ
৭.৭	মামলার শুনানির জন্য প্রস্তুত করণ এবং মামলাটি শুনানির তালিকা ভুক্তিকরণের জন্য বিবিধ খরচ	প্রকৃত খরচ
৭.৮	মামলার শুনানির তালিকাভুক্ত হওয়ার পর ফরমাল হাজিরা বাবদ	প্রকৃত খরচ
৭.৯	রায়/ ডিক্রীর সাটিফাইড কপি সংগ্রহ বাবদ।	প্রকৃত খরচ
৮	ড্রাফটিং, মতামত প্রদান ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত।	
৮.১	লিগ্যাল নোটিশ বা উহার জবাব প্রস্তুত করণ, যেকোন ধরনের চুক্তিপত্র, বন্ড, গ্যারান্টি, অঙ্গীকারনামা, হলফনামা, গুরুত্বপূর্ণ চিঠির খসড়া প্রস্তুত বা পরীক্ষা করে মতামত প্রদান বাবদ ও অন্যান্য মতামত প্রদান।	১,৫০০/-
৮.২	এলাকা বহির্ভূত একস্থান হতে অন্যস্থানে ব্যাংকের প্রয়োজনে মামলা পরিচালনা বাবদ।	প্রকৃত

Dec- 



আইনজীবী নিয়োগ ও ফিস সংক্রান্ত সাধারণ শর্তাবলী:

১. প্যানেল ডুক্ট আইনজীবীকে বিভিন্ন আদালতে ব্যাংকের মোকদ্দমা পরিচালনা ছাড়াও সময়ে সময়ে নথিতে আইনগত মতামত প্রদানসহ ব্যাংকের যে কোন ব্যাপারে অভিমত/সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।
২. যে কোন আদালতে ব্যাংকের বিপক্ষে কোন মোকদ্দমার আইনজীবী হিসাবে তিনি অংশগ্রহণ করতে অথবা পরোক্ষ সহযোগিতা/পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন না। তাছাড়া ব্যাংক এর কোন গোপনীয় বিষয় বা ব্যাংকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত আদালত ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে কোন তথ্য প্রকাশ করতে পারবেন না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর নিকট থেকে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ট্যাম্পের উপর লিখিত সন্মতিপত্র (Non Disclosure Agreement) গ্রহণ করতে হবে।
৩. নিয়োগপ্রাপ্ত মামলায় ব্যাংকের পক্ষে আরজি/জবাব দাখিলের পর মোট ফিসের ৫০% এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর বাকী ৫০% ফিস প্রাপ্য হবেন। চূড়ান্ত বিলের সাথে মামলার রায় এবং ডিক্রির সার্টিফাইড কপি অবশ্যই দাখিল করতে হবে।
৪. ব্যাংকের বিপক্ষে নিয়োজিত আইনজীবী অনুপস্থিত থাকার কারণে কোন মামলা Dismissed for Default/খারিজ হলে এবং মামলাটি যদি পরবর্তীতে Restore হয় সেক্ষেত্রে ব্যাংকের পক্ষের আইনজীবী হিসাবে বর্ণিত ফিসেই মামলা পরিচালনা করতে হবে, এর জন্য আলাদাভাবে কোন ফি প্রাপ্য হবেন না।
৫. সকল পেশাগত বিল হতে প্রযোজ্য হারে সরকারী বিধি মোতাবেক ভ্যাট/উৎস কর কর্তব্যযোগ্য হবে।
৬. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত যে কোন আইনগত দায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই আইনজীবীর নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।
৭. কোন মামলায় বা আনুষ্ঠানিক বিষয়ে আইনজীবীর নিয়োগ/ফিস নির্ধারণের ক্ষেত্রে অসঙ্গতি, ভিন্নতর পরিস্থিতি দেখা দিলে বা বর্ণিত নীতিমালায় কিছু উল্লেখ না থাকলে সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিদ্ধান্ত প্রদান করে অনুমোদন প্রদান করবেন।
৮. আইনজীবীর মামলার খরচ এবং আইনগত মতামত সংক্রান্ত সকল প্রকার বিল ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিদ্ধান্ত প্রদান করে অনুমোদন করবেন।
৯. উচ্চ আদালতে স্প্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ/আপিল বিভাগ/ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে ব্যাংকের পক্ষে/ বিপক্ষে, রীট/রিভিশন/আপিল মামলা দায়ের/পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনজীবী নিয়োগের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর এক্তিয়রাধীন।
১০. মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কোর্ট ফি/স্ট্যাম্প বাবদ প্রকৃত খরচ(রশিদ দাখিল সাপেক্ষে) ব্যাংক বহন করবে।
১১. অত্র ব্যাংকের কোন অবসপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যাংকের কোন মামলায় সাক্ষী মনোনীত হয়ে থাকলে আদালতের নির্দেশে মামলার প্রয়োজনে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আদালতে যাতায়ত করলে তিনি যে পদমর্যাদার কর্মকর্তা হিসাবে অবসর গ্রহণ করেছেন, সে পদমর্যাদা অনুযায়ী দৈনিকভাতা ও যাতায়ত ভাতা প্রাপ্য হবেন। এরূপ ভাতা/বিল সংশ্লিষ্ট শাখা/বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হবে।
১২. তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কোন আইনগত বিল/ফিস অনুমোদনের জন্য সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট মহা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের আইন বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। আইন বিভাগ যথাযথ কর্তৃপক্ষ/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের (আর্থিক/প্রশাসনিক) অনুমোদন গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
১৩. বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমায় প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বা প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের মামলার রায় ব্যাংকের বিরুদ্ধে গেলে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল দায়ের করা যাবে কিনা সে বিষয়ে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক আইন বিভাগকে অবহিত করবে। সে মোতাবেক আপিল বিভাগ আপিল দায়েরের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
১৪. নিয়োগকালীন সময়ে তিনি ব্যাংকের বিপক্ষে কোন মোকদ্দমায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
১৫. তিনি তার নিয়োগকালীন সময়ে উপযুক্ত আদালত ব্যতীত অন্য কারো কাছে ব্যাংকের আমানত ও ঋণ হিসাবসহ অন্যান্য হিসাব বই বা ব্যাংক সংক্রান্ত অন্য কোন তথ্যাবলী কারো কাছে প্রকাশ করতে বা বিবৃতি প্রদান করতে বা কোন গোপনীয়তা ফাঁস করতে পারবেন না।
১৬. তার কার্যাবলী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে সন্তোষজনক বিবেচিত না হলে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময়ে তার নিয়োগ বাতিল করতে পারেন যার জন্য তিনি কোন ক্ষতিপূরণ বা প্রতিকার দাবী করে কোন আদালতের কাছে মোকদ্দমা দায়ের বা কোন কর্তৃপক্ষের কাছে কোন আবেদন করতে পারবেন না।
১৭. মোকদ্দমা দায়ের সম্পন্ন হওয়ার পর (আর্জির কপি ব্যাংকে দাখিল করার পর) তিনি তার চুক্তি ভিত্তিক ফিসের ২৫% এবং চূড়ান্ত শুনানি সম্পন্ন হয়ে রায়/ডিক্রির সই মোহর নকল উত্তোলন করে ব্যাংকে দাখিল করার পর বাকী ৭৫% ফিস প্রাপ্য হবেন।

তিথি কেয়া দাস
সিনিয়র অফিসার
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

শেখ আখতারুজ্জামান
পরামর্শক

শেখ মো: জামিনুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক